বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: দেশের ৯৮ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে ওষুধ রপ্তানি করছে *পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১*

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর বাংলাদেশ। গুণগত মানের কারণে বিশ্ববাজারে বাংলদেশের ওষুধের চাহিদা বাড়ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এমপি।

গতকাল রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ১২তম এশিয়া ফার্মা এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই *কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস, বাংলাদেশ ঔষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান এমপি,* ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান।

সালমান এফ রহমান বলেন, ধারাবাহিক ভাবে প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন দেশের ঔষধ শিল্প বিকাশে ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়া গুণগত মানের কারণে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। আমরা চলতি বছরের মধ্যে ওষুধ রপ্তানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবো।

তিনি বলেন, ওষুধ শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্সপোতে অনেক প্রতিষ্ঠান আসে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে। এতে অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, *২০০৩ সালে প্রথম ফার্মা এক্সপো শুরু হয়েছিল।* এ সময়ে অনেক এগিয়েছে এ শিল্প। এ ধরনের এক্সপো নিয়মিত হলে শিল্প এগিয়ে যাবে।

তিন দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শেষ হবে আগামী রোববার। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে এ এক্সপো। ওষুধ শিল্পের সর্ববৃহৎ এ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে ১৮টি দেশের প্রায় ৫৩০টি প্রতিষ্ঠান। প্রদর্শনীতে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১১ হাজার দর্শনার্থী উপস্থিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, জিপিই এক্সপো প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যালিয়েন্ট লিমিটেড যৌথভাবে এই এক্সপোর আয়োজন করেছে। বাংলাদেশের ওষুধের স্থানীয় চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ পূরণ করে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার বাজারসহ প্রায় ১৪৫টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ঔষধ শিল্পকে দেশের রপ্তানি খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশাল রপ্তানির সম্ভাবনা থাকায় এই শিল্পে বর্তমানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ওষুধ রফতানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে এ বছরেই

—সালমান এফ রহমান

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, স্থানীয় ৯৮ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে ওষুধ রফতানি করছে বাংলাদেশ। গুণগত মানের কারণে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। চলতি বছরের মধ্যে আমাদের ওষুধ রফতানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় শুক্রবার ১২তম এশিয়া ফার্মা এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সালমান বলেন, ওষুধ শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্সপোতে অনেক প্রতিষ্ঠান নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসে, এতে অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে ১৪০টি দেশে ওষুধ রফতানি করছে। এ শিল্পকে অগ্রাধিকার শিল্প ঘোষণা করেছে সরকার। তিনি বলেন, এ এক্সপোতে ১৮ দেশের ৫০০ কোম্পানি অংশ নিয়েছে। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে চীনের অনেক কোম্পানি অংশ নিতে পারেনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, আমাদের ওষুধ বিশ্বমানের। গুণগত মান নিশ্চিত করেই ওষুধ উৎপাদন করা হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ওষুধ রফতানি হচ্ছে। এ প্রদর্শনী চলছে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত, শেষ হবে কাল। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, সিইপি এক্সপো প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যালিয়েন্ট লিমিটেড ইপস ইন্ডিয়া যৌথভাবে এ এক্সপোর আয়োজন করেছে।

দেশের ওষুধশিল্পে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ছে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ওষুধশিল্পের কাঁচামাল ও বিশ্বমানের যন্ত্রপাতি নিয়ে তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গতকাল শুক্রবার। প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এ প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর প্রধান অতিথি ও ভারতীয় হাইকমিশনারসহ বিশিষ্টজনরা মেলা ঘুরে দেখেন। বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতি ও জিপিই এক্সপো লিমিটেড যৌথভাবে আয়োজিত প্রদর্শনীতে ১৮টি দেশ থেকে ৫৩০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। মেলা চলবে ১ মার্চ পর্যন্ত।

প্রদর্শনী হলে প্রবেশ করে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ওষুধশিল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল প্রসেস সলিউশনের (জিপিএস) স্টল। স্টলে উপস্থাপন করা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ট্যাবলেট কোটিং মেশিনও। কানাডার তৈরি এই যন্ত্র অনবরত ট্যাবলেট কোটিং করে চলে। একটি বেইস কোটিং মেশিনে কোটিং করতে যেখানে তিন ঘন্টা সময় লাগে, এই মেশিনে তা করা যায় এক ঘন্টায়।

প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় ও সেবা বিভাগের উপব্যবস্থাপক প্রকৌশলী এ কে এম ওবায়দোল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই যন্ত্র সময় ও জ্বালানি সাশ্রয়ী। একই সঙ্গে ফিনিশিং হয় আকর্ষণীয়। গুণগত মানেও সেরা। সে জন্যই এই মেশিনের চাহিদাও বেশি। এসব বিশেষত্ব থাকায় এই যন্ত্রের দাম অন্য সাধারণ যন্ত্রের তুলনায় তিন গুণ।'

মেলায় অংশ নিয়েছে ডায়াবেটিস রোগের ওষুধের কাঁচামাল সরবরাহকারী ভারতীয় প্রতিষ্ঠান অরো ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (বিপণন) জিগনেস দেব বলেন, 'এটা একটা বড় আয়োজন। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতারা তাঁদের প্রয়োজনীয় চাহিদা নিয়ে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পান। এতে একে অপরের চাহিদা ও সরবরাহের বিষয়টি যাচাই করার সুযোগ পান।' তিনি বলেন, 'উদ্বোধনী দিনে এ পর্যন্ত ১৩ জনের সঙ্গে কথা হয়েছে। অন্য সময় এ ধরনের প্রদর্শনীতে আরো বেশি সাড়া থাকে। আমার মনে হয় বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ভারত থেকে আমাদের অনেক বন্ধু আসার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তারা আসতে পারেনি। সবাই নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখছে।'

দেশের ওষুধশিল্পকে সমৃদ্ধ করতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে এশিয়া ফার্মা এক্সপো। মূলত এই মেলায় ওষুধ প্রস্তুতের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি ও ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। তবে এ বছর বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস আতঙ্কের কারণে চীনসহ দেশের বাইরের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম বলে জানান আয়োজকরা।

আইসিসিবিতে এশিয়া ফার্মা এক্সপো শুরু

দেশের ওষুধশিল্পে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে

এম সায়েম টিপু ▷

বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়ছে। সম্ভাবনাময় এই শিল্প এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও সুনাম কুড়াচ্ছে। বাংলাদেশে তৈরি ওষুধ এরই মধ্যে ১৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এখানেই তৈরি হচ্ছে ক্যান্সারের বিশ্বমানের ওষুধ। আশা করা যায়, অল্প দিনের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বিদেশি মুদ্রা অর্জন হবে ওষুধ রপ্তানি খাত থেকে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ১২তম এশিয়া ফার্মা এক্সপো-২০২০ ঘুরে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন এ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ৪

শূন্য হয়ে যাবে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় গতকাল শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী এশিয়া ফার্মা এক্সপো-২০২০। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এমপি মেলা উদ্বোধন করেন। ছবি : কালের কণ্ঠ

এশিয়া ফার্মা এক্সপো শুরু

■ সমকাল প্রতিবেদক

তিন দিনব্যাপী ১২তম এশিয়া ফার্মা এক্সপো গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে। রাজধানীর বসুন্ধরায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনী চলবে আগামীকাল রোববার পর্যন্ত। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, জিপিই এক্সপো প্রাইভেট লিমিটেড এবং অ্যালিয়েন্ট লিমিটেড যৌথভাবে এ এক্সপোর আয়োজন করেছে।

দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক এ ওষুধ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ। সালমান এফ রহমান বলেন, গুণগত মানের কারণে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। চলতি বছরের মধ্যে ওষুধ রপ্তানি থেকে আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। তিনি জানান, নিজস্ব চাহিদার প্রায় পুরোটা মেটানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার বাজারসহ ১৪৫টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে বাংলাদেশি ওষুধ।

ফার্মা এক্সপোর আয়োজন বিষয়ে সালমান এফ রহমান বলেন, ওষুধ শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্সপোতে অনেক প্রতিষ্ঠান নানা প্রযুক্তি নিয়ে আসে, এতে দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। ২০০৩ সালে ফার্মা এক্সপো শুরু হয়েছিল। এ সময়ে ওষুধ শিল্প অনেক এগিয়েছে। এ ধরনের এক্সপো ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৩

এশিয়া ফার্মা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

নিয়মিত হলে এ শিল্প আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, দেশের ওষুধ শিল্প দিন দিন উন্নতি করছে। এক্সপোতে ১৮টি দেশের ৫০০ কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত করোনাভাইরাসের কারণে চীন থেকে অনেক কোম্পানি অংশ নিতে পারেনি। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে বলে জানান তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ওষুধ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, দেশের ওষুধ বিশ্বমানের। গুণগত মান নিশ্চিত করেই এখানে ওষুধ উৎপাদন করা হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে।

Asia pharma expo-2020 begins in Dhaka

Staff Correspondent

THE three-day Asia Pharma Expo-2020 began at the International Convention City, Bashundhara in Dhaka on Friday to showcase pharmaceutical technologies, and equipment.

The Bangladesh Association of Pharmaceuticals Industries in collaboration with GPE Expo Private Limited is holding the 12th version of the exposition, said a press release.

The prime minister's adviser for private industry and investment Salman F Rahman inaugurated the exposition. Indian high commissioner to Bangladesh Riva Ganguly Das, BAPI president Nazmul Hassan, and Drug Administration director general Major General Mahbubur Rahman were also present, among others, at the inauguration ceremony.

Salman F Rahman said, 'This Expo helps developing the pharmaceutical industry of Bangladesh and contributing significantly to Bangladesh's economy.

Around 530 entities from 18 countries are participating in the expo while more than 11,000 trade visitors are expected to attend it.

Govt considering complete change in education system: minister

United News of Bangladesh · Sunamganj

PLANNING minister MA Mannan on Friday said that the government was considering bringing a complete change in the education system of the country.

'The government is thinking of changing the country's education system completely. The world is dependent on technology today. Science-based education system will be established,' he said.

He made the remarks while speaking at the annual sports competition at Sunamganj Government College.

If needed, the number of colleges and universities will be increased, the minister said, adding that a science and technology university would be established in Sunamganj.

Already the work of establishing a medical college has been started and an agriculture-based institution will be established, he added.

Sunamganj Government College principal Nilima Chanda presided over the programme where Sunamganj-4 parliament member Pir Fazlur Rahman Misbah was present, among others.

The prime minister's adviser for private industry and investment Salman F Rahman along with others inaugurates Asia Pharma Expo-2020 at the International Convention City, Bashundhara in Dhaka on Friday.

— Press Release

Salman F Rahman MP, Private Industry and Investment advisor to the prime minister of Bangladesh, inaugurated the Asia Pharma Expo-2020 at the International Convention City, Bashundhara in Dhaka on Friday.

Asia pharma expo-2020 begins

The three-day Asia Pharma Expo-2020 began at the International Convention City, Bashundhara in Dhaka on Friday to showcase the pharmaceutical technologies, processes, and equipment.

The Bangladesh Association of Pharmaceuticals Industries in collaboration with GPE Expo Private Limited is holding the 12th version of the exposition.

Salman F Rahman MP, Private Industry and Investment advisor to the prime minister of Bangladesh inaugurated the exhibition while Indian high commissioner to Bangladesh Riva Ganguly Das, BAPI President Nazmul Hassan MP, and Director General of Drug Administration Major General Mahbubur Rahman were also present, among others, at the inauguration ceremony.

In his inaugural speech Mr Salman F Rahman MP said, "This Expo is helping to develop the pharmaceutical industry of Bangladesh and making significant contribution to Bangladesh's economy."

Around 530 companies from 18 countries have participated while more than 11000 trade visitors are expected to attend the APE 2020.

The three-day international exhibition will end tomorrow (Sunday).

The expo will run from 9 am to 5 pm daily.

APE 2020, provides a very important platform for industry professionals and solution providers to meet and share knowledge and technological advancements.

This is the 12th edition of APE.

Bangladesh pharma industry currently meets around 98 percent of the local demand for medicines. Bangladeshi medicines are also being exported to 145 countries including the regulated markets of the USA, Europe, and Australia. Pharma has been declared as the export thrust sector and the govt. is taking various initiatives to promote the sector to realize its huge export potential.

Business

Saturday
February 29, 2020

The News Today

Private Industry and Investment advisor to the Prime Minister Salman F Rahman MP, Indian High Commissioner to Bangladesh Riva Ganguly Das, BAPI President Nazmul Hassan, MP, and Director General of Drug Administration Major General Mahbubur Rahman were present at the three-day Asia Pharma Expo-2020 on Friday.

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর বাংলাদেশ। গুণগত মানের কারণে বিশ্ববাজারে বাংলদেশের ওষুধের চাহিদা বাড়ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এমপি।

গতকাল রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ১২তম এশিয়া ফার্মা এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস, বাংলাদেশ ঔষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান এমপি, ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান।

সালমান এফ রহমান বলেন, ধারাবাহিক ভাবে প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন দেশের ঔষধ শিল্প বিকাশে ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়া গুণগত মানের কারণে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। আমরা চলতি বছরের মধ্যে ওষুধ রপ্তানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবো।

তিনি বলেন, ওষুধ শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্সপোতে অনেক প্রতিষ্ঠান আসে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে। এতে অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০০৩ সালে প্রথম ফার্মা এক্সপো শুরু হয়েছিল। এ সময়ে অনেক এগিয়েছে এ শিল্প। এ ধরনের এক্সপো নিয়মিত হলে শিল্প এগিয়ে যাবে।

তিন দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শেষ হবে আগামী রোববার। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে এ এক্সপো। ওষুধ শিল্পের সর্ববৃহৎ এ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে ১৮টি দেশের প্রায় ৫৩০টি প্রতিষ্ঠান। প্রদর্শনীতে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১১ হাজার দর্শনার্থী উপস্থিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, জিপিই এক্সপো প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যালিয়েন্ট লিমিটেড যৌথভাবে এই এক্সপোর আয়োজন করেছে। বাংলাদেশের ওষুধের স্থানীয় চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ পূরণ করে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার বাজারসহ প্রায় ১৪৫টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ঔষধ শিল্পকে দেশের রপ্তানি খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশাল রপ্তানির সম্ভাবনা থাকায় এই শিল্পে বর্তমানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

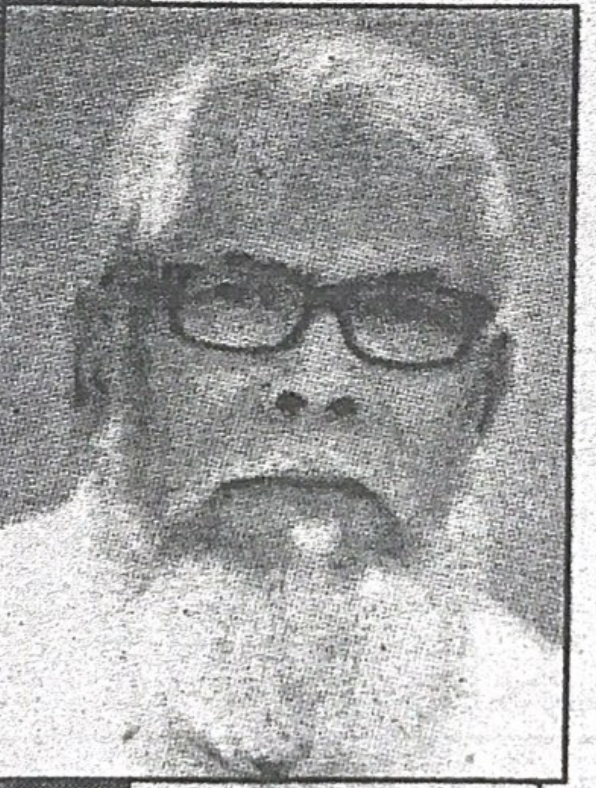

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: দেশের ৯৮ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে ওষুধ রপ্তানি করছে পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

Salman F Rahman MP, Private Industry and Investment advisor to the prime minister of Bangladesh, inaugurated the Asia Pharma Expo-2020 at the International Convention City, Bashundhara in Dhaka on Friday.

Asia pharma expo-2020 begins

The three-day Asia Pharma Expo-2020 began at the International Convention City, Bashundhara in Dhaka on Friday to showcase the pharmaceutical technologies, processes, and equipment.

The Bangladesh Association of Pharmaceuticals Industries in collaboration with GPE Expo Private Limited is holding the 12th version of the exposition.

Salman F Rahman MP, Private Industry and Investment advisor to the prime minister of Bangladesh inaugurated the exhibition while Indian high commissioner to Bangladesh Riva Ganguly Das, BAPI President Nazmul Hassan MP, and Director General of Drug Administration Major General Mahbubur Rahman were also present, among others, at the inauguration ceremony.

In his inaugural speech Mr Salman F Rahman MP said, "This Expo is helping to develop the pharmaceutical industry of Bangladesh and making significant contribution to Bangladesh's economy."

Around 530 companies from 18 countries have participated while more than 11000 trade visitors are expected to attend the APE 2020.

The three-day international exhibition will end tomorrow (Sunday).

The expo will run from 9 am to 5 pm daily.

APE 2020, provides a very important platform for industry professionals and solution providers to meet and share knowledge and technological advancements.

This is the 12th edition of APE.

Bangladesh pharma industry currently meets around 98 percent of the local demand for medicines. Bangladeshi medicines are also being exported to 145 countries including the regulated markets of the USA, Europe, and Australia. Pharma has been declared as the export thrust sector and the govt. is taking various initiatives to promote the sector to realize its huge export potential.

কালের কণ্ঠ

আইসিসিবিতে এশিয়া ফার্মা এক্সপো শুরু

দেশের ওষুধশিল্পে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে

এম সায়েম টিপু ▷

বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়ছে। সম্ভাবনাময় এই শিল্প এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও সুনাম কুড়াচ্ছে। বাংলাদেশে তৈরি ওষুধ এরই মধ্যে ১৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এখানেই তৈরি হচ্ছে ক্যান্সারের বিশ্বমানের ওষুধ। আশা করা যায়, অল্প দিনের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বিদেশি মুদ্রা অর্জন হবে ওষুধ রপ্তানি খাত থেকে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ১২তম এশিয়া ফার্মা এক্সপো-২০২০ ঘুরে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন এ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ৪

ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় গতকাল শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী এশিয়া ফার্মা এক্সপো-২০২০। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এমপি মেলা উদ্বোধন করেন। ছবি : কালের কণ্ঠ

ওষুধশিল্পের কাঁচামাল ও বিশ্বমানের যন্ত্রপাতি নিয়ে তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গতকাল শুক্রবার। প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এ প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর প্রধান অতিথি ও ভারতীয় হাইকমিশনারসহ বিশিষ্টজনরা মেলা ঘুরে দেখেন। বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতি ও জিপিই এক্সপো লিমিটেড যৌথভাবে আয়োজিত প্রদর্শনীতে ১৮টি দেশ থেকে ৫৩০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। মেলা চলবে ১ মার্চ পর্যন্ত।

প্রদর্শনী হলে প্রবেশ করে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ওষুধশিল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল প্রসেস সলিউশনের (জিপিএস) স্টল। স্টলে উপস্থাপন করা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ট্যাবলেট কোটিং মেশিনও। কানাডার তৈরি এই যন্ত্র অনবরত ট্যাবলেট কোটিং করে চলে। একটি বেইস কোটিং মেশিনে কোটিং করতে যেখানে তিন ঘণ্টা সময় লাগে, এই মেশিনে তা করা যায় এক ঘণ্টায়।

প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় ও সেবা বিভাগের উপব্যবস্থাপক প্রকৌশলী এ কে এম ওবায়দোল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই যন্ত্র সময় ও জ্বালানি সাশ্রয়ী। একই সঙ্গে ফিনিশিং হয় আকর্ষণীয়। গুণগত মানেও সেরা। সে জন্যই এই মেশিনের চাহিদাও বেশি। এসব বিশেষত্ব থাকায় এই যন্ত্রের দাম অন্য সাধারণ যন্ত্রের তুলনায় তিন গুণ।'

মেলায় অংশ নিয়েছে ডায়াবেটিস রোগের ওষুধের কাঁচামাল সরবরাহকারী ভারতীয় প্রতিষ্ঠান অরো ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (বিপণন) জিগনেস দেব বলেন, 'এটা একটা বড় আয়োজন। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতারা তাঁদের প্রয়োজনীয় চাহিদা নিয়ে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পান। এতে একে অপরের চাহিদা ও সরবরাহের বিষয়টি যাচাই করার সুযোগ পান।' তিনি বলেন, 'উদ্বোধনী দিনে এ পর্যন্ত ১৩ জনের সঙ্গে কথা হয়েছে। অন্য সময় এ ধরনের প্রদর্শনীতে আরো বেশি সাড়া থাকে। আমার মনে হয় বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ভারত থেকে আমাদের অনেক বন্ধু আসার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তারা আসতে পারেনি। সবাই নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখছে।'

দেশের ওষুধশিল্পকে সমৃদ্ধ করতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে এশিয়া ফার্মা এক্সপো। মূলত এই মেলায় ওষুধ প্রস্তুতের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি ও ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। তবে এ বছর বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস আতঙ্কের কারণে চীনসহ দেশের বাইরের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম বলে জানান আয়োজকরা।

NEWAGE

NEWS 3

SATURDAY, FEBRUARY 29, 2020, PHALGUN 16, 1426 BS

Asia pharma expo-2020 begins in Dhaka

Staff Correspondent

THE three-day Asia Pharma Expo-2020 began at the International Convention City, Bashundhara in Dhaka on Friday to showcase pharmaceutical technologies, and equipment.

The Bangladesh Association of Pharmaceuticals Industries in collaboration with GPE Expo Private Limited is holding the 12th version of the exposition, said a press release.

The prime minister's adviser for private industry and investment Salman F Rahman inaugurated the exposition. Indian high commissioner to Bangladesh Riva Ganguly Das, BAPI president Nazmul Hassan, and Drug Administration director general Major General Mahbubur Rahman were also present, among others, at the inauguration ceremony.

Salman F Rahman said, 'This Expo helps developing the pharmaceutical industry of Bangladesh and contributing significantly to Bangladesh's economy.

Around 530 entities from 18 countries are participating in the expo while more than 11,000 trade visitors are expected to attend it.

The prime minister's adviser for private industry and investment Salman F Rahman along with others inaugurates Asia Pharma Expo-2020 at the International Convention City, Bashundhara in Dhaka on Friday. — Press Release

যুগান্তর | শনিবার ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০
১৬ ফাল্গুন ১৪২৬

ওষুধ রফতানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে এ বছরেই

—সালমান এফ রহমান

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, স্থানীয় ৯৮ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে ওষুধ রফতানি করছে বাংলাদেশ। গুণগত মানের কারণে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। চলতি বছরের মধ্যে আমাদের ওষুধ রফতানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় শুক্রবার ১২তম এশিয়া ফার্মা এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সালমান বলেন, ওষুধ শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্সপোতে অনেক প্রতিষ্ঠান নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসে, এতে অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে ১৪০টি দেশে ওষুধ রফতানি করছে। এ শিল্পকে অগ্রাধিকার শিল্প ঘোষণা করেছে সরকার। তিনি বলেন, এ এক্সপোতে ১৮ দেশের ৫০০ কোম্পানি অংশ নিয়েছে। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে চীনের অনেক কোম্পানি অংশ নিতে পারেনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, আমাদের ওষুধ বিশ্বমানের। গুণগত মান নিশ্চিত করেই ওষুধ উৎপাদন করা হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ওষুধ রফতানি হচ্ছে। এ প্রদর্শনী চলছে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত, শেষ হবে কাল। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, সিইপি এক্সপো প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যালিয়েন্ট লিমিটেড ইপস ইন্ডিয়া যৌথভাবে এ এক্সপোর আয়োজন করেছে।

এশিয়া ফার্মা এক্সপো শুরু

■ সমকাল প্রতিবেদক

তিন দিনব্যাপী ১২তম এশিয়া ফার্মা এক্সপো গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে। রাজধানীর বসুন্ধরায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনী চলবে আগামীকাল রোববার পর্যন্ত। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি, জিপিই এক্সপো প্রাইভেট লিমিটেড এবং অ্যালিয়েন্ট লিমিটেড যৌথভাবে এ এক্সপোর আয়োজন করেছে।

দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক এ ওষুধ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ। সালমান এফ রহমান বলেন, গুণগত মানের কারণে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। চলতি বছরের মধ্যে ওষুধ রপ্তানি থেকে আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। তিনি জানান, নিজস্ব চাহিদার প্রায় পুরোটা মেটানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার বাজারসহ ১৪৫টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে বাংলাদেশি ওষুধ।

ফার্মা এক্সপোর আয়োজন বিষয়ে সালমান এফ রহমান বলেন, ওষুধ শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্সপোতে অনেক প্রতিষ্ঠান নানা প্রযুক্তি নিয়ে আসে, এতে দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। ২০০৩ সালে ফার্মা এক্সপো শুরু হয়েছিল। এ সময়ে ওষুধ শিল্প অনেক এগিয়েছে। এ ধরনের এক্সপো নিয়মিত হলে এ শিল্প আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, দেশের ওষুধ শিল্প দিন দিন উন্নতি করছে। এক্সপোতে ১৮টি দেশের ৫০০ কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত করোনাভাইরাসের কারণে চীন থেকে অনেক কোম্পানি অংশ নিতে পারেনি। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে বলে জানান তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ওষুধ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, দেশের ওষুধ বিশ্বমানের। গুণগত মান নিশ্চিত করেই এখানে ওষুধ উৎপাদন করা হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে।